যুগান্তর

1 AUG 2017

পূর্ব জুরাইন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

জলাবদ্ধতায় ৬ মাস স্কুল বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা

দনিয়া প্রতিনিধি

জলাবদ্ধতার কারণে বছরের ৬ মাস স্কুলবঞ্চিত থাকে রাজধানীর পূর্ব জুরাইন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ওই স্কুলের শিক্ষার্থীদের পাঠদান। থমকে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যাপিঠের শিক্ষা কার্যক্রম। বৃষ্টি ছাড়াই পয়ঃবর্জ্য আর ড্রেনের ময়লা পানিতে ডুবে থাকে বিদ্যালয়ের প্রবেশের রাস্তাসহ চারপাশ। বৃষ্টি হলে অবস্থা আরও খারাপ হয়। ময়লা পানি মাড়িয়ে ও দুর্গন্ধময় পানির গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এমপিওভুক্ত এ বিদ্যাপিঠে একসময় ছিল অনেক শিক্ষার্থী। বছর বছর কমে যাচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বিদ্যালয়ের সমস্যার কারণে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এ স্কুল থেকে অন্যত্র নিয়ে ভর্তি করাচ্ছে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংকট দেখা দেবে।

১৯৮৪ সালে রাজধানীর কদমতলী থানার পূর্ব জুরাইন এলাকায় ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন ওই এলাকার বাসিন্দা আলী নেওয়াজ চৌধুরী ও মো. ছিদ্দিক ইঞ্জিনিয়ার। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) ৫৩ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব সীমানায় বিদ্যালয়টি অবস্থিত। পাশেই দনিয়া ইউপির পশ্চিম সীমান্ত।

বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ৪শ', শিক্ষক রয়েছে ২৬ জন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ৪ জন। বিদ্যালয়ে ২টি দ্বিতল ভবন ও কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে।

এক সময় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ শতাধিক। ২০১৪ সালের জেএসসি ও এসএসসির ফলাফলে বিদ্যালয়টি শ্যামপুর থানার মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে। নানা সমস্যার মধ্যেই গুণগতমানের শিক্ষা পাচ্ছে এ বিদ্যাপিঠের শিক্ষার্থীরা। প্রতিবছর পিইসি, জেএসসি ও এসএসসিতে শতভাগ পাসসহ ভালো ফলাফল করেছে এ স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

ডিএসসিসির ৫৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজ রোড দিয়ে পূর্ব জুরাইন, পাটেরবাগ, মুরাদপুর, চেয়ারম্যান বাড়ি, মিষ্টির দোকান, কুদারবাজার, রসুলবাগ, স্মৃতিধারা, মুক্তধারা, পাটেরবাগ, দনিয়া ইউপির মানুষ যাতায়াত করে। এ সড়কের পূর্ব জুরাইন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সড়কসহ অলিগলি ড্রেনের ময়লা পানিতে ডুবে থাকে। আর বৃষ্টি হলে তো কোমর পরিমাণ পানি হয়। পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ থাকে।

এলাকার জুরাইন বাগানবাড়ী এলাকার বাসিন্দা বাংলাদেশ আয়ুর্বেদী মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও অনির্বাণ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান ডা. সেলিম মোহাম্মদ সাহজাহান বলেন, আমরা এ এলাকার বাসিন্দারা চরম ভোগান্তির মধ্যে বসবাস করছি।

পূর্ব জুরাইন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাইমুনের মা কুহিনুর বেগম যুগান্তরকে বলেন, আমার বাসা পাটেরবাগ, পয়ঃবর্জ্যের ময়লা দুর্গন্ধময় পানি মাড়িয়ে আমার ছেলেকে স্কুলে যেতে হয়। এমন অবস্থায় রিকশাও যেতে চায় না। গত দেড়মাস ছেলেকে স্কুলে যেতে দেইনি। তিনি আরও বলেন, আমার আরেকটি ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। এ স্কুলে যেতে পানি থাকার কারণে অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়েছি। ১০ম শ্রেণীর আরেক শিক্ষার্থী ফাহিমের মা সাবিহা রহমান যুগান্তরকে বলেন, আমার বাসা জুরাইন চেয়ারম্যান বাড়ি রোডে, সড়কে পানি থাকার কারণে প্রায়দিনই স্কুলে না গিয়ে বাসায় থাকে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. তাজুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু রাস্তা পানিতে ডুবে থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে কম আসে। তিনি রাস্তাটি উঁচু করার দাবি জানান।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক খান মুহম্মদ জাহিদ যুগান্তরকে বলেন, বিদ্যালয়ের রাস্তাটি ময়লা পানিতে সারা বছর ডুবে থাকে। যার ফলে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। ডিএসসিসি ৫৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ নুর হোসেন যুগান্তরকে বলেন, বরাদ্দ পেলে সড়কটি উঁচু করার পরিকল্পনা রয়েছে।